বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ, মৃত ৪ শিশু-সহ ৭

গৌতম মণ্ডল

পাথরপ্রতিমা, ৩১ মার্চ

দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথরপ্রতিমায় বাজি বানানোর সময় ভয়াবহ বিস্ফোরণে ৪ শিশু-সহ মৃত্যু হল কমপক্ষে ৭ জনের। আহত বেশ কয়েকজন জন। পাথরপ্রতিমার ঢোলাহাট থানার রায়পুরের তৃতীয় ঘেরিতে সোমবার সাড়ে ৯টা নাগাদ মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে। জানা গিয়েছে, বাসন্তী পুজোর জন্য জনৈক চন্দ্রকান্ত বণিকের বাড়িতে বাজি তৈরি করা হচ্ছিল। অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার ওই বাড়িতে রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ সম্ভবত গ্যাস সিলিন্ডার থেকে আচমকাই বিস্ফোরণ হয়। মজুত বাজি থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। পর পর বেশ কয়েকটি বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দে কেঁপে ওঠে এলাকা। পুরো বাড়িটি কার্যত দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও দমকল। সুন্দরবন পুলিশ জেলার সুপার কোটেশ্বর রাও জানান, আহতদের ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। রাত ১১.৩০ পর্যন্ত আগুন নিয়ন্ত্রণে আসেনি। খোঁজ মেলেনি বাড়ির একাধিক সদস্যের। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতদের নাম অরবিন্দ বণিক (৬৫), প্রভাবতী বণিক (৮০), সান্ত্বনা বণিক (২৮), অর্ণব বণিক (৯), অনুষ্কা বণিক (৬) ও দুই ছয় মাসের শিশু, অস্মিতা বণিক ও অঙ্কিত বণিক। পাথরপ্রতিমার বিধায়ক সমীর কুমার জানা বলেন, 'বাজি তৈরি করার সময় হঠাৎই বিস্ফোরণ ঘটেছে। পুরো বাড়িতে আগুন ধরে গিয়েছে। ওই বাড়ির ভিতরে আরও কিছু জন থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।' ঘটনাস্থলে মধ্যরাত অবধি ঢোলাহাট থানার বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন রয়েছে।

আজ থেকে বাড়ছে জাতীয় সড়কের টোল

আজকালের প্রতিবেদন

এপ্রিল মাস থেকেই গোটা দেশে সব ধরনের গাড়ির ক্ষেত্রেই জাতীয় সড়কে টোল ট্যাক্স বাড়াচ্ছে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। অর্থাৎ মঙ্গলবার থেকে জাতীয় সড়কে টোল ট্যাক্স পাঁচ শতাংশ হারে বাড়তে চলেছে বলে পরিবহণ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। এর ফলে এই রাজ্যে থাকা ৫২টি জাতীয় সড়কেও এই ট্যাক্সের হার বাড়বে। জানা গিয়েছে, ভারী যানবাহনের ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ হারে বাড়বে। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছে।

রাজ্যের নদিয়ার আয়েসপুর ও সালি বামনডাঙ্গা টোল প্লাজাতে সব ধরনের গাড়ির ক্ষেত্রে টোল বাড়ছে। এইদিকে গত আট বছরে রাজ্য সরকার বেসরকারি পরিবহণের ভাড়া বৃদ্ধি না করায় তাদের ব্যবসা মার খাচ্ছে বলে জানিয়েছে। বর্ধিত হারে টোল ট্যাক্স না দেওয়ার জন্য বিভিন্ন বেসরকারি বাস সংগঠন পরিবহণ দপ্তরকে চিঠি দিয়ে আবেদন জানিয়েছে। এই বিষয়ে রাজ্যকে অবিলম্বে কেন্দ্রের সড়ক ও পরিবহণ মন্ত্রকের সঙ্গে কথা বলার জন্য আবেদন জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, বর্তমানে জাতীয় সড়কে প্রতি কিলোমিটারে ২ টাকা ১৯ পয়সা হারে টোল ট্যাক্স নেওয়া হয়।

মাকে খুন, ছেলের পুলিশ হেফাজত

আজকালের প্রতিবেদন

সম্পত্তির বিবাদ ঘিরে মাকে বালিশ চাপা দিয়ে খুন করে আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিল ছেলে। পরে ফ্ল্যাটে তালা মেরে পালিয়ে যায়। অবশেষে পাটুলি থানায় এসে আত্মসমর্পণ করে অভিষেক মৈত্র নামে ওই ছেলে। সোমবার আদালতে পেশ করা হলে, ১০ এপ্রিল পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেয় আদালত। আত্মসমর্পণ করার পর পুলিশকে সে জানায়, দীর্ঘদিন ধরে সম্পত্তি নিয়ে মায়ের সঙ্গে ঝামেলা হচ্ছিল। তারা একই ফ্ল্যাটে থাকত। মায়ের অ্যাকাউন্ট থেকে ৯ লক্ষ টাকা সে সরিয়েও নিয়েছিল। এই বিষয়টি অভিষেকের মা মালবিকা মৈত্র জানার পর ছেলের সঙ্গে ঝগড়া করে। অভিষেক একটি বেসরকারি ব্যাঙ্কে কর্মরত। গত ২৬ মার্চ পুলিশ ওই ফ্ল্যাট থেকে মালবিকাদেবীর দগ্ধদেহ উদ্ধার করে। কে খুনি তার তদন্তে নামে পুলিশ। খুন করার পর অভিষেক কলকাতাতেই বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেরিয়েছে। ফুটপাতে শুয়ে রাত কাটিয়েছে। এমনই জানিয়েছে পুলিশকে। অবশেষে আত্মসমর্পণ করার পর তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। অভিষেক পুলিশকে বলেছে, চাকরির টাকায় ভালভাবে চলতে পারছিল না। তাই মায়ের টাকার তার প্রয়োজন ছিল। তা নিয়েই গোলমালের সূত্রপাত। অভিষেককে আদালতে তোলা হলে তার বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার দুটি ধারায় মামলা শুরু হয়েছে।

অবৈধ হকার নিয়ন্ত্রণে অভিযান করবে পুরসভা

কাকলি মুখোপাধ্যায়

শহরের রাস্তায় যত্রতত্র আবার অবৈধ হকার নিয়ে অভিযোগ উঠেছে। পথচারী থেকে দোকানদারদের পক্ষ থেকেও অভিযোগ তোলা হয়েছে। এনিয়ে পুরসভায়ও অভিযোগ এসেছে। অবৈধ হকার চিহ্নিত করতে এপ্রিল থেকে আবার অভিযান শুরু করতে চলেছে কলকাতা পুরসভা। ইদের পর হকার অভিযানের সিদ্ধান্ত আগেই নেওয়া হয়েছিল। ইদের ছুটি মিটতেই এনিয়ে কাজ শুরু করবে টাউন ভেন্ডিং কমিটি।

পুরসভা সূত্রে জানা গেছে, নিউ মার্কেট, চাঁদনি, বিধান মার্কেট, হগ মার্কেট-সহ ধর্মতলা চত্বরে ফুটপাত ছেড়ে রাস্তায় নেমে পড়ে হকারদের দোকান লাগানোর অভিযোগ উঠেছে। এপ্রসঙ্গে হকার সংগ্রাম কমিটির সাধারণ সম্পাদক শক্তিমান ঘোষ জানান, হকার উচ্ছেদ নয়। হকার নিয়ন্ত্রণ করাই লক্ষ্য। পিচের রাস্তায় অভিযান চালানো হবে। যেখানে রাস্তার একাংশ দখল করে হকার বসার অভিযোগ উঠেছে। বিশেষ করে ধর্মতলা চত্বরে। গাড়ি যাতায়াতে অসুবিধের অভিযোগও এসেছে। তাঁদেরকে সতর্ক করা হবে। তাঁরা যাতে রাস্তা ছেড়ে ফুটপাতের অংশে উঠে যান। এবং আইন মেনে হকারি করেন। পিচের রাস্তা অবরুদ্ধ করে হকারি নয়।

পুরসভা সূত্রে জানা গেছে, প্রথম দফায় অভিযান চালিয়ে কলকাতা পুরসভা যে সমীক্ষা করেছিল, তার ভিত্তিতে বৈধ হকার চিহ্নিত করা হয়। এবং তাঁদের পুরসভা থেকে শংসাপত্রও দেওয়া হয়। প্রথম দফার সমীক্ষায় প্রায় ১৪ হাজারেরও বেশি হকারের নাম নথিভুক্ত করা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে থেকে প্রথম পর্যায়ে ৮ হাজার ৭২৭ জনকে এই শংসাপত্র দেওয়ার কথা। এই শংসাপত্র দিতে 'এক জানালা নীতি'র ব্যবহার করতে চান পুরসভার আধিকারিকেরা, যাতে কোনও রকম হয়রানি ছাড়াই হকারেরা এই শংসাপত্র সংগ্রহ করতে পারেন। তবে এই শংসাপত্র পাওয়ার প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে, আইন মেনে সংশ্লিষ্ট হকারকে ব্যবসা করতে হবে। পুরসভার একাংশের মতে, হকাররা নিয়ম মেনে হকারি করছে কিনা সেদিকেও নজর রাখা জরুরি। মাঝে মাঝেই হকারদের নিয়ম লঙ্ঘন করে যত্রতত্র দোকান, ডালা লাগানোর অভিযোগ ওঠে। শহরের ব্যস্ত রাস্তায় হকারদের দোকান দিয়ে ব্যবসা করার অভিযোগ ওঠে। বেআইনি হকার নিয়ন্ত্রণে তাই অভিযান চালাতে হবে।

প্রলোভন দেখিয়ে শিশুকে নির্যাতন, ধৃত

আইসক্রিমের প্রলোভন দেখিয়ে ৭ বছরের শিশুকে নির্যাতনের অভিযোগে এক আইসক্রিম বিক্রেতাকে গ্রেপ্তার করল বর্ধমান মহিলা থানার পুলিশ। ধৃত ব্যক্তির নাম সুভাষ বিশ্বাস ওরফে সাধু। তার বাড়ি শক্তিগড় থানার হীরাগাছি জ্যোতিপল্লী এলাকায়। এই ঘটনায় সংশ্লিষ্ট এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। সোমবার ধৃত আইসক্রিম বিক্রেতাকে বর্ধমান আদালতে পেশ করা হয়েছে।

রিজওয়ানুরের মা কিশওয়ার জাহানের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। সোমবার। ছবি: আজকাল

রিজওয়ানুরের বাড়িতে মমতা

আজকালের প্রতিবেদন

রেড রোড থেকে সোমবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি যান প্রয়াত রিজওয়ানুর রহমানের বাড়িতে। তিলজলা লেনে বাড়ির সামনের বেদীতে শ্রদ্ধা জানান মুখ্যমন্ত্রী। এরপর তিনি রিজওয়ানুরের বাড়িতে গিয়ে তাঁর মা কিশওয়ার জাহানের সঙ্গে দেখা করেন। ঘরে ঢুকেই মমতা তাঁকে বলেন, 'আমি দেখা করতে এলাম, গত বছর আসতে পারিনি।' মমতা প্রণাম করে খানিকক্ষণ বসেন। তাঁর শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন। পাশেই বসে ছিলেন রিজওয়ানুরের ভাই রুকবানু ও তাঁর স্ত্রী। মমতাকে দেখার জন্য চারিদিকে ভিড় জমে যায়। বাড়ি থেকে বেরিয়ে কয়েক জন শিশুকেও আদর করেন মমতা।

চারু মার্কেটে খুন, গ্রেপ্তার অভিযুক্ত

আজকালের প্রতিবেদন

ফ্ল্যাটে পরিচারিকাকে খুনের ঘটনায় অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল চারু মার্কেট থানার পুলিশ। ধৃতের নাম সাদ্দাম আলম। সে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরের বাসিন্দা। কড়েয়া থানা এলাকার বকুল হালদার লেনের একটি বাড়িতে ভাড়ায় থাকত সে। সোমবার রাতে বারুইপুরের মল্লিকপুর থেকে সাদ্দামকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বিভিন্ন ক্যাটারিং সংস্থায় কাজ করত সাদ্দাম। পরে সে একটি নামী রেস্তোরাঁয় কাজে যোগ দিয়েছিল।

প্রাথমিকভাবে পুলিশ জানতে পেরেছে, একটি ডেটিং অ্যাপের মাধ্যমে অবিনাশ বাউড়ির সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল সাদ্দাম। ঘটনার দিন অবিনাশ সাদ্দামকে ফোন করেন। সেই অনুযায়ী অভিযুক্ত যুবক নির্দিষ্ট স্থানে আসে এবং তাকে ফ্ল্যাটে নিয়ে যায় অবিনাশ। এরপর টাকাপয়সা লেনদেন সংক্রান্ত বিষয়ে দু'পক্ষের মধ্যে বচসা বাধে। তখনই রাগের বশে রান্নাঘর থেকে ছুরি নিয়ে এসে অবিনাশকে কুপিয়ে খুন করে সাদ্দাম। তারপর সে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। ধৃতের বয়ান খতিয়ে দেখা হচ্ছে। উল্লেখ্য, ২৯ মার্চ চারু মার্কেট থানা এলাকার দেশপ্রাণ শাসমল রোডের একটি ফ্ল্যাট থেকে অবিনাশ বাউড়ির (২২) রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

ধারের টাকা না পেয়ে, লুঠ শ্বশুরবাড়িতে

সোহম সেনগুপ্ত

বারাসতের বাসিন্দা এক যুবককে চার হাজার টাকা ধার দিয়েছিলেন দত্তপুকুরের নীলগঞ্জের এক বাসিন্দা। সেই টাকা ফেরত না পেয়ে রবিবার রাতে তাঁরা যান বারাসত নবপল্লীর চক্রবর্তী পাড়ায় ওই যুবকের শ্বশুরবাড়িতে। সেই সময় বাড়িতে ছিলেন না যুবকের শাশুড়ি শিখা মণ্ডল। বাড়ির দরজায় তালা দেওয়া থাকায় নীলগঞ্জের ওই বাসিন্দা ও তার সঙ্গে থাকা দু'জন রবিবার রাতে ওই বাড়ির তালা ভাঙে। শুধু তাই নয়, ঘরের দরজাও ভেঙে দেয় তারা। তারপর ঘরের মধ্যে ঢুকে টিভি, ফ্রিজ,গ্যাস সিলিন্ডার সব নিয়ে চলে যায় তারা। বাড়ি ফিরে বৃদ্ধা দেখেন তার সর্বস্ব লুঠ হয়ে গেছে। বিচার চেয়ে সোমবার বারাসত থানার পুলিশের দ্বারস্থ হন বৃদ্ধা শিখা মণ্ডল। তিনি বলেন, তাঁর সঙ্গে দীর্ঘদিন তাঁর জামাইয়ের সম্পর্ক নেই। তাঁর জামাই তাঁর বাড়িতে থাকেনও না।

তরুণীকে টেনে নিয়ে গেল টয় ট্রেন

এক তরুণীকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল টয় ট্রেন। সোমবার টয় ট্রেনটি যখন দার্জিলিং থেকে শিলিগুড়ি যাচ্ছিল, তখন কার্শিয়াঙে ঘটনাটি ঘটে। আহত তরুণীকে উদ্ধার করে প্রথমে কার্শিয়াং মহকুমা হাসপাতাল, পরে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয়।

কনফারেন্স কলেও ঢুকে পড়ছে প্রতারক, সতর্ক করল পুলিশ

সব্যসাচী সরকার

কনফারেন্স কলেও এবার ঢুকে পড়ছে প্রতারক। রাজ্য পুলিশের সাইবার ক্রাইম শাখা এই বিষয়টি নিয়ে সতর্ক করল। পুলিশ বলছে, এতদিন যেভাবে ওটিপি পাঠিয়ে প্রতারণা করত, এবার কৌশল বদলেছে প্রতারকরা। এটিকে বলা হচ্ছে, 'কল মার্জিং স্ক্যাম'। ডিজিটাল-দুনিয়ায় প্রতারকরা সবকিছুর ওপর নজর রাখছে। প্রতারকদের কৌশল হল আপনাকে ফোন করে বলবে জনৈক 'ক' বাবু নম্বর দিয়েছেন। তাই আপনাকে ফোন করছি, খুব জরুরি দরকার। প্রতারকরা এমন ব্যক্তির নাম আপনাকে বলবে, যিনি আপনার খুবই পরিচিত এবং সন্দেহের অবকাশ সেক্ষেত্রে কম। এই কথোপকথন চলাকালীন আপনার ফোনে এক ব্যক্তি ফোন করবেন, তখন প্রতারক আপনাকে বলবে আপনি ফোনটা ধরুন, 'ক' বাবু ফোন করছেন। ফোন ধরার পর ক' বাবু বলবে, একটা ওটিপি গেছে আপনার ফোনে। ওই নম্বরটা বলতে হবে। তা হলেই কনফারেন্স কল শুরু হবে, খুব জরুরি দরকার। আপনি যদি তখনই সতর্ক না হন এবং ওটিপি বলে দেন, সেই ওটিপি নম্বর শুনতে পাবে প্রতারক। আর তৎক্ষণাৎ আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলে নেওয়া হবে।

এই পদ্ধতিতে প্রতারণা একেবারেই নতুন শুরু করেছে প্রতারকরা। কল মার্জিং স্ক্যামের ক্ষেত্রে অনেক সময় অপরপ্রান্তে থাকা ব্যক্তি বুঝতে পারেন না, মুখে ওটিপি নম্বর বলে দিলে কীভাবে টাকা হাতিয়ে নেবে। কিন্তু এটিই এখন নতুন কৌশল। কখনও অপরিচিত নম্বর দেখে কনফারেন্স কলে যাবেন না। যদি কেউ বলে কনফারেন্স কলে আপনার বন্ধু বা আত্মীয় বিষয়টা জানাবে। আপনার উচিত হবে যে নাম বলে কনফারেন্স কল করতে চাইছে প্রতারকরা, ফোন কেটে সরাসরি তাকেই ফোন করে জেনে নেওয়া। কনফারেন্স কলে একেবারেই না। এক্ষেত্রে যদি আপনি প্রতারকদের খপ্পরে পড়েও যান, দ্রুত সাইবার ক্রাইম হেল্প লাইন ১৯৩০-এ ফোন করে জানান। ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং যাঁরা করে থাকেন, তাঁরাও সতর্ক থাকুন। অজস্র নম্বরের মধ্যে থেকে প্রতারকরা হাতিয়ে নেয় বেশ কয়েকটি নম্বর। তারপরেই তাদের কাজ শুরু হয়।

কল মার্জিং স্ক্যামের ক্ষেত্রে সবসময়ই প্রতারকরা আপনাকে বলবে এমন কোনও বিষয়, যাতে আপনি বিচলিত হয়ে পড়বেন। এবং তারা তাড়া দেবে, কনফারেন্স কলে আসার জন্য। সুতরাং সাবধানতাই শ্রেয়।

বেপরোয়া চালকদের আটকাতে শহরে লেজার স্পিড ক্যামেরা

অরিজিৎ চ্যাটার্জি

দ্রুতগতিতে বা বেপরোয়া ভাবে গাড়ি, বাইক চালাবেন না। সারা বছরধরে শহরবাসীকে নানাভাবে এ বিষয়ে সতর্ক ও সচেতন করে ট্র্যাফিক পুলিশ। কিন্তু তারপরেও শহরজুড়ে প্রায় প্রতিদিনই ছোট-বড় পথদুর্ঘটনা ঘটে চলেছে। লালবাজারের পর্যবেক্ষণ, সচেতনতামূলক বার্তা প্রচারের পরেও চালকদের একাংশ ট্র্যাফিক নিয়ম মেনে চলছে না। তাই তাদের শায়েস্তা করতে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি বিশিষ্ট যন্ত্র কিনতে চলেছে কলকাতা পুলিশের ট্র্যাফিক বিভাগ। যন্ত্রটি হল মূলত একটি বিশেষ ক্যামেরা, যার নাম 'লেজার বেসড্ স্পিড ভায়োলেশন ক্যামেরা'। এটি এমন একটি ডিভাইস, যা লেজারপ্রযুক্তি ব্যবহার করে কোনও গাড়ির গতি নির্ধারণ করতে পারে। ইতিমধ্যেই লেজার বেসড্ স্পিড ভায়োলেশন ক্যামেরার ডেমনস্ট্রেসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে।

কীভাবে কাজ করে এই উন্নত প্রযুক্তির যন্ত্রটি? ক্যামেরাটি ইনফ্রা-রেড লাইটের একটি লেজার বিম নির্দিষ্ট দিক বা নির্দিষ্ট লেনে পাঠায়। কোনও গাড়ি যখন ক্যামেরাটির সামনে দিয়ে যায়, তখন লেজার বিম ওই গাড়ির গায়ে পড়ে এবং প্রতিফলিত হয়ে পুনরায় ক্যামেরায় ফিরে আসে। গাড়ির গতিবেগ নির্ধারণের জন্য 'ডপলার এফেক্ট' ব্যবহার করা হয়। যদি গাড়িটি দ্রুতগতিতে চলে, তাহলে প্রতিফলিত লেজারের ফ্রিকোয়েন্সি পরিবর্তিত হয়। এভাবেই নির্দিষ্ট গাড়িটির গতিবেগ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মাপতে পারে লেজার বেসড্ স্পিড ভায়োলেশন ক্যামেরা। যদি সেই গাড়িটির গতি নির্ধারিত সীমার চেয়ে বেশি হয়, তবে ক্যামেরাটি ছবি তুলবে বা ভিডিও রেকর্ড করবে। এরপর এটি ট্র্যাফিক পুলিশের ডাটাবেসে নিয়ম লঙ্ঘনকারী গাড়িটির রেজিস্ট্রেশন নম্বর প্লেট-সহ ছবি ও ভিডিও পাঠিয়ে দেবে।

সম্প্রতি কলকাতা ট্র্যাফিক পুলিশের যুগ্ম নগরপাল রূপেশ কুমারের উপস্থিতিতে রেড রোডে প্রায় ৬ লক্ষ টাকা দামের এই ক্যামেরাটির ডেমনস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। কলকাতা ট্র্যাফিক পুলিশের এক শীর্ষকর্তা বলেন, 'এই ক্যামেরা আগে থেকেই আমাদের কাছে আছে। তবে কিছু জায়গায় এটির প্রয়োজনীয়তা দেখা যাচ্ছে।' সূত্রের খবর, আপাতত স্পেশ্যাল রেইড (বা বিশেষ অভিযান)-এ এটি ব্যবহৃত হবে। সাধারণত, স্পিড ভায়োলেশন ক্যামেরা বসানোর জন্য একটি ট্রাইপড জাতীয় স্ট্যান্ডের প্রয়োজন হয়। তবে উন্নত এই ক্যামেরাটি দেখতে বন্দুকের মতো। ফলে ট্র্যাফিক সার্জেন্ট সহজেই হাতে ধরে এটি ব্যবহার করতে পারবেন। ক্যামেরাটি কীভাবে দ্রুতগতির যানবাহন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করবে? দ্রুতগামী গাড়ির আল্ট্রা হাই ডেফিনেশন (ইউএইচডি) ছবি ও স্পিড রেকর্ড সংরক্ষণ করে রাখতে সক্ষম লেজারভিত্তিক স্পিড ভায়োলেশন ক্যামেরা। লালবাজারের ট্র্যাফিক কন্ট্রোল রুমের সঙ্গে ক্যামেরাটি সংযুক্ত থাকবে। ফলে ট্র্যাফিক আইনভঙ্গের অভিযোগে চালককে এসএমএসের মাধ্যমে ন্যূনতম ১০০০ টাকা জরিমানা করা হবে। আবার, বহু চালক ট্র্যাফিক পুলিশের হাতে এই যন্ত্র দেখে আগে থেকেই সতর্ক হয়ে যেতে পারেন। এর ফলেও পথদুর্ঘটনার সম্ভাবনা আরও কমতে পারে বলে আশাবাদী লালবাজার।

ডায়মন্ড পার্কে খুন: অস্ত্র খুঁজছে পুলিশ

স্ত্রীকে খুনের অভিযোগে রবিবার রাতেই স্বামীকে গ্রেপ্তার করেছিল হরিদেবপুর থানার পুলিশ। সোমবার ধৃত কার্তিক দাসকে আলিপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক ১১ এপ্রিল পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। অভিযুক্তকে জেরা করে এখন খুনে ব্যবহৃত অস্ত্রটি খোঁজার চেষ্টা করছে। পাশাপাশি, কার্তিককে চিনিয়ে দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে ৫০ হাজার টাকা পুরস্কারও দেওয়া হবে। তবে নিরাপত্তার স্বার্থে তাঁর নামপরিচয় প্রকাশ করেনি পুলিশ। জেরায় ধৃত ব্যক্তি জানিয়েছে, ছায়াকে খুন করার পর সে বর্ধমান, ভুবনেশ্বর ও বেঙ্গালুরুতে পালিয়ে গেছিল। প্রসঙ্গত, চলতি বছরের ২৩ জানুয়ারি সকালে ডায়মন্ড পার্কের একটি ভাড়া বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় ছায়া সর্দার ওরফে কাজল (৩০)-এর গলা কাটা দেহ। তারপর থেকেই পলাতক ছিল কার্তিক। সে ভিক্ষাবৃত্তি করছিল। কার্তিক কোনও ফোন বা ডেবিট কার্ডও না ব্যবহার করায় তাকে গ্রেপ্তার করতে বেগ পেতে হচ্ছিল তদন্তকারীদের। প্রায় ২ মাস পর অবশেষে সে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে।

SBI

এসবিআই, আরএসিপিসি দক্ষিণ কলকাতা (১৬২৮৬)
দ্বিতীয় তল, উইন্ডসর হাইটস, ২৭৭, উত্তর কুমড়াখালি, ই এম বাইপাস, কলকাতা-৭০০১০৩ ই মেল: sbi.16286@sbi.co.in

পরিশিষ্ট-IV [রুল ৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

অ্যাকাউন্ট নম্বর ৩৮৩১৮৫৯২৬৩২ (এইচবিএল), ৩৮৩১৮৭০৭২১৪ (সুরক্ষা)

যেহেতু,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩(১২) ধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে ঋণগ্রহীতা **শ্রী কল্যাণ দাস শর্মা, পিতা প্রয়াত নিত্যানন্দ দাস শর্মা, গ্রাম-রূপনগর, রাজপুর সোনারপুর, পোঃ ও থানা-সোনারপুর, কলকাতা** ৭০০১৫০-এর প্রতি ০২.০১.২০২৫ তারিখ সংবলিত একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ওই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক অর্থাৎ, **০২.০১.২০২৫ তারিখের ভিত্তিতে ₹১৩,১৭,৭২৫.০০ (তেরো লক্ষ সতেরো হাজার সাতশো পঁচিশ টাকা মাত্র)** প্লাস পুনরায় সুদ এবং অন্যান্য চার্জ পরিশোধ করার জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।
উক্ত ঋণগ্রহীতা এই অর্থাঙ্ক পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা/জামিনদার এবং জনসাধারণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী **২৭ মার্চ, ২০২৫** তারিখে উক্ত রুলসমূহের রুল ৮ সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৪) নং উপধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা/জামিনদার এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা নিম্নোক্ত সম্পত্তি নিয়ে লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং এই সম্পত্তি নিয়ে যে-কোনও লেনদেন ০২.০১.২০২৫ তারিখের ভিত্তিতে **₹১৩,১৭,৭২৫.০০ (তেরো লক্ষ সতেরো হাজার সাতশো পঁচিশ টাকা মাত্র) এবং এর ওপর ০৩.০১.২০২৫ থেকে পুনরায় সুদ, মাশুল ইত্যাদি সমেত স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**-এর চার্জ সাপেক্ষ হবে।
উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থান অনুযায়ী প্রাপ্য সময়সীমার মধ্যে এই সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলি ছাড়ানোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা এবং/বা জামিনদারের মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

বিসিটি সোনার সংসার নামে কমপ্লেক্সের অংশে নির্মিত **টাওয়ার-এ এর অষ্টম তলে** আবাসিক ফ্ল্যাট নং **জি৭** এর সমগ্র এবং অবিচ্ছেদ্য অংশ, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া **১২০২ বর্গফুট** (কমবেশি), জমির প্লটের উপর নির্মিত, মৌজা-রাজপুর, জে এল নং ৫৫, আর এস দাগ নং ২০২৬, আর এস খতিয়ান নং ২৩৮৪, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ২১০, অঘোর সরণি, কলকাতা-৭০০১৪৯, থানা সোনারপুর, রাজপুর সোনারপুর পুরসভার ওয়ার্ড নং ১৬, সাব রেজিস্ট্রেশন অফিস সোনারপুর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **প্রেমিসেসের চৌহদ্দি: উত্তর**- আর এস দাগ নং ২০২৬ এর অংশ; **দক্ষিণ**- পুরসভার রাস্তা এবং আর এস দাগ নং ২০২৭, ২০২৮, ২০২৯, ২০৩০ এবং ২০৩৪ এর অংশ; **পূর্ব**- আর এস দাগ নং ২০২৬ এর অংশ; **পশ্চিম**- আর এস দাগ নং ২০২০, ২০২১, ২০২৯, ২০৩০ এবং ২০৩৪ এর অংশ।
সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী: কল্যাণ দাস শর্মা, পিতা প্রয়াত নিত্যানন্দ দাস শর্মা, বুক ১, ভলুম নং ১৯০১-২০১৮, পাতা ৩৯০৯৪৪ থেকে ৩৯০৯৮৩, এআরএ-১, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গে নথিভুক্ত ২০১৮ সালের দলিল নং ১৯০১০৯২৩৮ অনুসারে।

তারিখ: ২৭.০৩.২০২৫
স্থান: কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

Bank of Baroda

মধ্যমগ্রাম কালিবাড়ি ব্রাঞ্চ
পুষ্পকুঞ্জ অ্যাপার্টমেন্ট, গ্রাউন্ড ফ্লোর, সোদপুর রোড পূর্ব, দেবীগড়, মধ্যমগ্রাম, উত্তর ২৪ পরগনা-৭০০১২৯

দখল বিজ্ঞপ্তি (কেবলমাত্র স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, **ব্যাঙ্ক অফ বরোদা**-এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৯ সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (দ্বিতীয়) অর্ডিনান্স অ্যাক্ট, ২০০২ (অর্ড ৩ অফ ২০০২)-এর ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন **১৬.০১.২০২৫** ঋণগ্রহীতা: **শ্রীমতী রীতা সেনগুপ্ত এবং শ্রী শুভব্রত সেনগুপ্ত**-এর প্রতি, উভয়ের নিবাস ফ্ল্যাট নং জি ১, গ্রাউন্ড ফ্লোর, পুষ্পা অ্যাপার্টমেন্ট, বিজলি পার্ক, দেবীগড়- ২, মধ্যমগ্রাম, কলকাতা-৭০০১২৯ -এর প্রতি, যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে **₹ ১৩,৪২,৪১১.৮০ (তেরো লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার চারশো এগারো টাকা ও আশি পয়সা মাত্র) ১৬.০১.২০২৫ অনুযায়ী, সেখানে ১১-০১-২০২৫ পর্যন্ত সুদ প্রযুক্ত**, সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক পরিশোধের জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।
উক্ত ঋণগ্রহীতা দাবিকৃত অর্থাঙ্ক পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত উক্ত ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণের প্রতি এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী **২৮ মার্চ, ২০২৫** তারিখে উক্ত রুলসমূহের রুল ৯ সহ পঠনীয় উক্ত অর্ডিনান্সের ১৩ নং ধারার (৪) নং উপধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে, উক্ত ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা নিম্নোক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও প্রকার লেনদেন **₹১৩,৪২,৪১১.৮০ (তেরো লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার চারশো এগারো টাকা ও আশি পয়সা মাত্র) সমেত নিম্নোক্ত অর্থাঙ্কের প্রেক্ষিতে ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, মধ্যমগ্রাম কালিবাড়ি ব্রাঞ্চ (প্রতিষ্ঠানের নাম)-এর দায় সাপেক্ষ হবে।**
উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থান মোতাবেক প্রাপ্য মেয়াদের মধ্যে এই জামিনযুক্ত পরিসম্পদগুলি ছাড়ানোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

জি+৩ তলা বিল্ডিং নামিত পুষ্পা অ্যাপার্টমেন্ট- এর গ্রাউন্ড ফ্লোরে (দক্ষিণ-পূর্বমুখী) ফ্ল্যাট নং ১ এর সকল অপরিহার্য অংশ, হোল্ডিং নং ১১৮/১ (৭১৯), বিজলি পার্ক, দেবীগড়, দেবীগড় সাংস্কৃতিক সংঘ নিকটে, মৌজা-চাঁদনগর, জেএল নং ৪৪, সিএস দাগ নং ৩৮, আরএস দাগ নং ৭০/৫৪৩, এলআর দাগ নং ৫৩২, সিএস দাগ নং ৩৮, আরএস দাগ নং ৭০/৫৪৩, এলআর দাগ নং ৫৩২, সিএস খতিয়ান নং ১১/১, আরএস খতিয়ান নং ২১৯, এলআর খতিয়ান নং ৩২৫, মধ্যমগ্রাম পৌরসভার ওয়ার্ড নং ২২, পোঃ-মধ্যমগ্রাম, থানা-মধ্যমগ্রাম (পূর্বতন বারাসাত), কলকাতা-৭০০১২৯, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ। সম্পত্তির চৌহদ্দি এইরূপে: উত্তরে- প্রবেশপথ সিঁড়ি ফ্ল্যাট নং ০২, দক্ষিণে- খোলা জায়গা, পূর্বে- খোলা জায়গা, পশ্চিমে- খোলা জায়গা। এআরএ কলকাতা সম্মুখে নথিভুক্ত দলিল নং ৬৫৯/২০১৮ মাধ্যমে মালিকানা রীতা সেনগুপ্ত এবং শুভব্রত সেনগুপ্ত।

তারিখ: ২৮.০৩.২০২৫, স্থান: মধ্যমগ্রাম
অনুমোদিত আধিকারিক, ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড
(পূর্বতন ক্যাপিটাল ফার্স্ট লিমিটেড এবং আইডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর সঙ্গে সংযুক্ত)
CIN: L65110TN2014PLC097792
রেজিস্টার্ড অফিস: কেআরএম টাওয়ারস, ৮ নং ফ্লোর, হ্যারিংটন রোড, চেটপেট, চেন্নাই-৬০০০৩১, ফোন: +৯১ ৪৪ ৪৫৬৪ ৪০০০। ফ্যাক্স: +৯১ ৪৪ ৪৫৬৪ ৪০২২

IDFC FIRST Bank

পরিশিষ্ট-IV [রুল ৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, **আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড (পূর্বতন ক্যাপিটাল ফার্স্ট লিমিটেড এবং আইডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর সঙ্গে সংযুক্ত)**-এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(১২) ধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণ: **(১) কমল প্রধান, (২) পিয়ালি প্রধান**-এর প্রতি ২০.০৪.২০২১ তারিখ সংবলিত একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ওই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক অর্থাৎ, ০৭.০৪.২০২১ **অনুযায়ী ₹১৮,২৬,০৩৯.৮২ (আঠারো লক্ষ ছাব্বিশ হাজার উনচল্লিশ টাকা এবং বিরাশি পয়সা মাত্র)** পরিশোধের জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।
উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ এই অর্থাঙ্ক পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী **২৮ মার্চ, ২০২৫** সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৪) নং উপধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির **বাস্তবিক দখল** নিয়েছেন।
বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতাগণ এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা নিম্নোক্ত সম্পত্তি নিয়ে লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং এই সম্পত্তি নিয়ে যে-কোনও লেনদেন **₹১৮,২৬,০৩৯.৮২ (আঠারো লক্ষ ছাব্বিশ হাজার উনচল্লিশ টাকা এবং বিরাশি পয়সা মাত্র)** এবং পরবর্তীতে উদ্ভূত ও বকেয়া সুদ সমেত আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড (পূর্বতন ক্যাপিটাল ফার্স্ট লিমিটেড এবং আইডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর সঙ্গে সংযুক্ত)-এর প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে।
উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থান অনুযায়ী প্রাপ্য মেয়াদের মধ্যে এই সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলি ছাড়ানোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সম্পর্কিত ঋণগ্রহীতার মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

উপরিস্থিত জি+৩ তলবিশিষ্ট বাড়ি সমেত সামান্য কমবেশি ২ (দুই) কাঠা জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার অবস্থান: প্রেমিসেস নং ১৬/১২, ডাঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জি রোড (পূর্বতন বেলেঘাটা মেন রোড), কলকাতা-৭০০০১০, থানা- বেলেঘাটা, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা পুরনিগমের ৩৪ নং ওয়ার্ডের এলাকাধীন, তৎসহ এর উপরিস্থিত একটি জি+তিন তলবিশিষ্ট বিল্ডিং। **চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: পূর্ব**- ৭ ফুট চওড়া যৌথ পরিসর; **পশ্চিম**- ১৬/১১এ, ডাঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জি রোড; **উত্তর**- ১২ ফুট চওড়া ডাঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জি রোড; **দক্ষিণ**- ১৬/১৩, ডাঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জি রোড।

স্বাঃ- অনুমোদিত আধিকারিক
তারিখ: ২৮.০৩.২০২৫
স্থান: পশ্চিমবঙ্গ
লোন অ্যাকাউন্ট নং: ৯৪২৭৫৩৩
আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড
(পূর্বতন ক্যাপিটাল ফার্স্ট লিমিটেড
এবং আইডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর সঙ্গে সংযুক্ত)

আজকাল
কর্মখালি/
ব্যবসা/বাণিজ্য/
হারানো/প্রাপ্তি
ইত্যাদি বিজ্ঞাপন
১২টি শব্দ ২৫০ টাকা
অতিরিক্ত শব্দ ১৮ টাকা

pnb Housing Finance Limited
Ghar Ki Baat

পরিশিষ্ট-IV-A — স্থাবর সম্পত্তি(সমূহ) ই-নিলাম প্রকাশ্য বিক্রির বিজ্ঞপ্তি
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর সংস্থানসমূহ-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর পরিসম্পদসমূহ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রির বিজ্ঞপ্তি
রেজিস্টার্ড অফিস: ফ্লোর নং ৯, অন্তরীক্ষ ভবন, ২২, কস্তুরবা গান্ধী মার্গ, নতুন দিল্লি-১১০০০১। ফোন: ০১১-২৩৩৫৭১৭১, ২৩৩৫৭১৭২, ২৩৭০৫৪১৪, ওয়েবসাইট: www.pnbhousing.com

কলকাতা ব্রাঞ্চ: পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড, ফ্লোর নং ৫, সাউথ ব্লক, প্রেমিসেস নং ৭, কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ-সহ বিশেষত নীচের টেবিলে কলাম নং 'A'-তে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-এর প্রতি এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, মেসার্স পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড/সুরক্ষিত ঋণদাতা-এর অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা নীচের টেবিলে কলাম নং 'D'-তে বর্ণিত সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা গঠনমূলক/ বাস্তবিক দখল (কলাম নং 'C'-তে উল্লেখমতো) নেওয়া ও সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তিগুলি নীচে উল্লিখিত বিশদ তথ্য অনুযায়ী 'যেখানে আছে, যেমন আছে, যা কিছু আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। নীচের টেবিলে কলাম নং 'A' তে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)/ সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ বা বন্ধকদাতাগণের (প্রয়াত হলে) আইনি উত্তরাধিকারীগণ (জ্ঞাত বা অজ্ঞাত), এগজিকিউটর(গণ), অ্যাডমিনিস্ট্রেটর(গণ), সাক্সেসর(গণ), অ্যাসাইনি(গণ) (প্রযোজ্যমতো)-এর প্রতি হাল তারিখ পর্যন্ত সংশোধনী-সহ পঠনীয় সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬) ও ৯-এর সংস্থানাধীনে এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞপ্তিটি জারি করা হচ্ছে। বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক মেসার্স পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড/ সুরক্ষিত ঋণদাতার এই ওয়েবসাইট দেখুন: www.pnbhousing.com.

লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর/ ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার(গণ)/ আইনি উত্তরাধিকারীগণের নাম (A)	দাবিকৃত অর্থাঙ্ক ও তারিখ (B)	দখলের প্রকৃতি (C)	বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ (D)	সংরক্ষণ মূল্য (আরপি) (E)	ইএমডি (আরপি-র ১০%) (F)	ডাক জমার শেষ তারিখ (G)	ডাক বাড়ানোর হার (H)	পরিদর্শনের তারিখ ও সময় (I)	নিলামের তারিখ ও সময় (J)	জ্ঞাত দায়/ বিচারাধীন মামলা (যদি থাকে) (K)
HOU/KOL/1117/447634 ব্রাঞ্চ অফিস: কলকাতা প্রয়াত পুলকেশ ভঞ্জ-এর আইনি উত্তরাধিকারীগণ / নিবেদিতা ভঞ্জ	₹ ৩৩,৫১,৯০৫.৮১ ২৩.১০.২০১৯ অনুযায়ী	বাস্তবিক দখল	মোট প্রায় ৭০ শতকের মধ্যে সামান্য কমবেশি ২ কাঠা ২ ছটাক ১০ বর্গফুট বা সামান্য কমবেশি ০৩.৫ শতকের সমতুল জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- বেরালিয়া, থানা- বারুইপুর, আর এস এবং এল আর দাগ নং ৩৭, আর এস খতিয়ান নং ১৩২, রে সা নং ৪০, সেটলমেন্ট এল আর খতিয়ান নং ৪৮/১ (১২৫২, ১২৫৩), জে এল নং ১৭, তৌজি নং ২৫৯, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন-৭০০১৪৫, মল্লিকপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, পরগনা- মেদানমোল্লা, এডিএসআর- বারুইপুর। সম্পত্তির চৌহদ্দি: উত্তর- ১৬ ফুট চওড়া যৌথ পরিসর; দক্ষিণ- দাগ নং ৩৭-এর অংশ; পূর্ব- দাগ নং ৩৭-এর অংশ; পশ্চিম- দাগ নং ৩৭-এর অংশ।	₹ ২৪,৭০,০০০/-	₹ ২,৪৭,০০০/-	২১.০৪.২০২৫	₹ ১০,০০০/-	১০.০৪.২০২৫ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট	২২.০৪.২০২৫ দুপুর ২টো থেকে দুপুর ৩টে	নিবেদিতা ভঞ্জ বনাম পিএনবি এইচএফএল, এসএ নং ২২৬/২১ (ডিআরটি-III)

* তৎসহ পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত এবং/বা পরবর্তীতে আদায়ীকৃত অর্থাঙ্ক বাদে বার্ষিক ১৮% হারে প্রযোজ্যমতো সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, মাশুল, চার্জ ইত্যাদি। ** পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিকের সেরা জ্ঞান ও তথ্যানুসারে উপরিলিখিত স্থাবর/ সুরক্ষিত পরিসম্পদের ওপর অন্য কোনও দায়/ দাবি বকেয়া নেই (কলাম নং 'K'-তে উল্লিখিত বাদে)। পরবর্তী যাবতীয় দায় সফল ক্রেতা/ডাকদাতাকেই আদায় দিতে হবে। উল্লিখিত দায়গুলির পরিস্থিতি স্বাধীনভাবে যাচাই করে নেওয়ার জন্য সম্ভাব্য ক্রেতা(গণ)/ ডাকদাতাদের প্রতি অনুরোধ জানানো হচ্ছে।
১. আজকের তারিখ পর্যন্ত উপরিলিখিত স্থাবর সম্পত্তি/ সুরক্ষিত পরিসম্পদ বিক্রি, দায় ঝেড়ে ফেলা ও/বা হস্তান্তর করায় পিএনবি এইচএফএল/ পিএনবি এইচএফএল-এর অনুমোদিত আধিকারিকের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারি করে কোনও আদেশ/ আদালতের স্থিতাবস্থা জারির নির্দেশ নেই। ২. নিজেদের দরপত্র/ বিড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম জমা দেওয়া বা দরপ্রস্তাব(সমূহ) পেশের আগে সম্ভাব্য ক্রেতা/ ডাকদাতা এবং আগ্রহী পক্ষগণ ওপরের টেবিলে কলাম নং 'K'-তে উল্লিখিত মামলা/ জারিকৃত আদেশের প্রেক্ষিতে শুনানি স্বাধীনভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারেন এবং এগুলি বাদেও তাঁরা পিএনবি এইচএফএল-এর জিম্মায় থাকা সম্পত্তির নথিপত্র ও স্বত্ব যাচাই করে নিজেরা নিঃসন্দেহ হয়ে নিতে পারেন। বিড ফর্মের পাশাপাশি ডাকদাতা(গণ)-কে এই নিলামের শর্ত ও নিয়মাবলিতেও স্বাক্ষর করতে হবে। ৩. অনুগ্রহপূর্বক খেয়াল রাখবেন যে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৯(৩)-এর শর্তানুসারে ডাকদাতা(গণ)/ ক্রেতা নিলামের দিনেই বা সর্বাধিক পরবর্তী কাজের দিনের মধ্যে বিক্রয়মূল্যের ২৫% অর্থাঙ্ক (জমাকৃত ইএমডি ধরে, যদি থাকে) আদায় দিতে বাধ্য। সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৯(২) অনুযায়ী সুরক্ষিত ঋণদাতা বিক্রয়মূল্যের ২৫% অর্থাঙ্ক বুঝে পাওয়ার পরে সফল ক্রেতার/ ডাকদাতার অনুকূলে বিক্রয় চূড়ান্ত করা হতে পারে। ক্রেতাকে বিক্রয়মূল্যের বাকি ৭৫% অর্থাঙ্ক আদায় দিতে হবে বিক্রি নিষ্পত্তির চিঠি প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে এবং এরূপে অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হলে সম্পত্তি/ সুরক্ষিত পরিসম্পদ পুনরায় বিক্রি করা হবে। ৪. ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রি পরিচালনায় অনুমোদিত আধিকারিকের সহায়তায় থাকবে **মেসার্স সি১ ইন্ডিয়া প্রাঃ লিঃ**, কর্পোরেট অফিসের ঠিকানা: প্লট নং ৬৮, ফ্লোর নং ৩, সেক্টর ৪৪, গুড়গাঁও, হরিয়ানা- ১২২০০৩, ওয়েবসাইট: www.bankeauctions.com। সম্পত্তি পরিদর্শন বা বিড ডকুমেন্ট সংগ্রহ সংক্রান্ত কোনও সহায়তার প্রয়োজনে এবং রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কিত কোনও প্রশ্নের ব্যাখ্যা পেতে আপনারা এখানে যোগাযোগ করতে পারেন: পিএনবিএইচএফএল-এর অনুমোদিত ব্যক্তি মিঃ ইন্দ্র সেন যাদব, যোগাযোগের টোল ফ্রি নম্বর: ১৮০০ ১২০ ৮৮০০, ই-মেল: auction@pnbhousing.com অথবা, www.pnbhousing.com দেখতে পারেন।

স্থান: কলকাতা; তারিখ: ০১.০৪.২০২৫
অনুমোদিত আধিকারিক, মেসার্স পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড